অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। সৌরভে গৌরবে থেকো উঁচিয়ে ।।

চুয়াল্লিশতম বিজয় দিবস উদযাপিত হতে যাচ্ছে আর কিছুদিন পর। হিসাব কষে দেখছিলাম কেমন বিজয় আমরা অর্জন করেছি। ভাবতে গিয়ে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলাম - এ বিজয়ের আগেই বা কেমন ছিলাম। সে হিসেব করলেই তো বুঝবো সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ করে দেশকে শত্রুমুক্ত করে যে বিজয় অর্জিত হলো সেটা কী যথার্থ? আমাদের প্রজন্ম কী জানে আমরা কেমন ছিলাম ১৯৭১-এর বিজয়ের আগে?

১৯৪৭-এ ব্রিটিশ শাসিত ভারত ভাগ হয়ে হলো পাকিস্তান আর ভারত। পাকিস্তান আবার দু'প্রদেশ যথা পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে এক জগাখিচুরী দেশ হলো। জগাখিচুরী দেশ বললাম কারণ একমাত্র ধর্ম (ইসলাম) ছাড়া আর কোনভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে আমাদের কোন মিল ছিল না। এগারো'শ মাইল ব্যবধানে এক দেশের দুই প্রদেশ। একই দেশে বাস করে ওরা ছিলো রাজা আর আমরা প্রজা। ওরা শাসক আমরা শাসিত। শিক্ষা, চাকরী, অর্থ সর্বক্ষেত্রে পশ্চিম অগ্রগণ্য। সেনা বাহিনীতে কর্ণেল'র উপরে কোন বাঙালি অফিসারকে দেখা যেতো না। যে ক্রিকেট নিয়ে আজ আমরা মাতোয়ারা সেখানে পাকিস্তান ক্রিকেটদলে হানিফ মোহাম্মদ আর মোশ্তাক আহমদের পাশে কোন বাঙালিকে কেউ কোনদিন দেখেনি পাকিস্তানের চব্বিশ বছরে। আজকের সাকিবরা ঢাকা স্টেডিয়ামের বাইরে কোনদিন খেলতে পারতো না যদি এটা পাকিস্তান হতো। এ ধরণের ফিরিস্তি দিয়ে শেষ করা যাবে না। সর্বশেষ একটা তাজ্জবের উদহারণ দেই। কাগজ তৈরী হতো পূর্ব পাকিস্তানে। সেটা সরাসরি চলে যেতো পশ্চিম পাকিস্তানে। সেখান থেকে সে কাগজের কিছু বরাদ্দ পেতো পূর্ব পাকিস্তান তবে কিনতে হতো ওদের চেয়ে বেশী দামে। কারণ? ওরা শাসক আর আমরা শাসিত। তারপরেও ওদের ভাষায় (উর্দূতে) আমাদের কথা বলতে হবে । ওরা পারেনি। আমরা রক্ত দিয়েছি। জীবন দিয়েছি তবুও মায়ের ভাষাকে ওদের শোষনের যাঁতাকলে পড়েও ছাড়িনি। ধিক্ তাঁদেরকে এখনো যাঁরা একজন পাকিস্তানীকে পেলে অশুদ্ধ ভূলভাল উর্দূ বলে নিজের "হ্যাডম" দেখাবার বৃথা চেষ্টা করেন।

সত্তরের নির্বাচনে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করেও যখন গোটা পাকিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করতে পারিনি এবং ওরা কোনভাবেই শাসন ক্ষমতা না দিয়ে উল্টো ২৫শে মার্চ রাতে যখন আমাদের উপর সশস্ত্র সামরিক অভিযান শুরু করলো আমরা বাধ্য হলাম প্রতিরোধ গড়তে। এবং নয় মাসের প্রতিরোধ যুদ্ধে লক্ষ প্রাণ এবং সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা পূর্বপাকিস্তানকে স্বাধীন করে বাংলাদেশ গড়লাম। আমাদের আশা ছিলো আমরা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবো। আমাদের আহার বাসস্থান শিক্ষা চিকিৎসা চাকরী নিরাপত্তা সব নিশ্চিত হবে।

এই আশা স্বপ্ন নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। আর শুরু থেকেই পদে পদে বাধা। আমরা দেশী বিদেশী চক্রান্তে শুরু থেকেই (যেটা এখনো বলবৎ) একটা ব্যর্থ রাষ্ট্র (Failed State) হিসেবে পরিচিতি পেতে শুরু করলাম এবং একসময়ে আমাদের আরেকটি তক্‌মা জুড়ে দিলো হেনরী কিসিঞ্জার Bottomless basket হিসেবে। এর সবকিছুর মূলে সেই পাকিস্তান। ১৯৭১'র পরাজয় আজও মেনে নিতে পারেনি বিধায় শুরু থেকে আজ অবধি দেশী বিদেশী সহযোগিতায় বাংলাদেশকে ধ্বংস এবং ব্যর্থরাষ্ট্রে পরিগণিত করতে সচেষ্ট তারা। তারই ধারাবাহিকতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা, চার জাতীয় নেতাকে জেলখানায় হত্যা, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান হত্যা, (প্রেসিডেন্ট এরশাদ কী করে যেন বেঁচে গেল), একের পর এক সামরিক অভ্যুত্থান, রাজাকারদের উত্থান এবং পূনর্বাসন এবং পদে পদে বাংলাদেশকে থামিয়ে দেয়া এটাই তাদের মূল লক্ষ্য। আমাদের রাজনৈতিক দূর্বলতা এবং কর্মে চিন্তায় মননে রাজাকার সম্প্রদায়ভূক্ত ইতরগুলোর কারণে আমরা বারবার এগিয়ে যেতে যেতে পিছিয়ে গেছি। তাই আমাদের আশা স্বপ্নপূরণের ক্ষেত্রে বারংবার হোঁচট খেয়েছি। কিন্তু ৪৪তম বিজয়ের সন্ধিক্ষণে এসে দেখি এতো চড়াই উৎরাইয়ের মাঝেও আমাদের আশা স্বপ্নের অনেকখানিই আমরা অর্জন করেছি ইতোমধ্যে।

আমার সহকর্মী প্রফেসর বিল বিলোটি সপ্তাহ দু'য়েক আগে বাংলাদেশ থেকে ফিরে আমাকে বললেন - তোমার দেশ থেকে ফিরে এলাম। এটাই আমার প্রথম বাংলাদেশে যাওয়া। পারভেজ তুমি তো জানো আমার গবেষণার কাজে আমি প্রায়শঃই ভারতের বিভিন্ন জায়গায় যাই। আমার ধারনা ছিলো বাংলাদেশ একটি অনুন্নত এবং পিছিয়ে পড়া দেশ। তবে এবারে স্বচক্ষে বাংলাদেশ দেখে আমার সে ধারনা তো পাল্টেছেই বরং কোন কোন ক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে বাংলাদেশ ভারতের থেকেও অনেক উন্নত। আমি এবার নড়ে চড়ে বসলাম। বিলকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি বাংলাদেশের কোথায় কোথায় গেলে? বিল বললো তোমাদের উত্তরবঙ্গ প্রায় পুরোটাই ঘুরেছি। জিজ্ঞেস করলাম কিসে তোমার মনে হলো বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে এগিয়ে - বললো মানুষের জীবনযাত্রার মান দেখে। বিল বলতে থাকলো - আমি ভারত এবং বাংলাদেশের অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়েছি আমার কাছে মনে হয়েছে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা ভারতের চেয়ে অনেক উন্নত। বিল আরো বললো তোমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারের (অবকাঠামো) অগ্রগতি দেখে আমি অভিভূত।

কেবল প্রফেসর বিল বিলোটির কথা নয় এটি। এ কথা সবারই কেবলমাত্র দলকানা এবং নষ্ট রাজনীতিবিদ ছাড়া। আমরা প্রবাসীরা যারা মাঝে মাঝে বা নিয়তই দেশে যাই সবারই এক কথা দেশে এক দারুণ সামাজিক অর্থনৈতিক এবং জীবনযাত্রার বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে যদিও সবার একটাই নালিশ যানজটে জীবন দূর্বিসহ। যানজট যদিও সিডনি থেকে শুরু করে বেইজিং, সিঙ্গাপুর, হংকং, কুয়ালালামপুরসহ সব দেশেই বিদ্যমান তবে আমাদের দেশের যানজট সহ্যের বাইরে। সেটাও দেশের উন্নয়নের অবদান। কেবল ঢাকা শহরেই ৪ লক্ষ গাড়ী চলে প্রতিদিন। যারা আগে সাইকেল বা রিক্সায় অফিস করতো এখন তারাও গাড়ীতে যায়। বৃহত্তর ঢাকা শহরে এখন দু 'কোটি মানুষ বাস করেন যা গোটা অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যার সমান। গাড়ী ছাড়াই যদি দু'কোটি লোক রাস্তায় নেমে পড়ে তবে তো বিশ্বের বৃহত্তম জনজট ঘটবে খোদ ঢাকাতেই। এগুলোর সমাধানে হয়েছে/হচ্ছে উড়াল ব্রিজ। কয়েক বছরের মধ্যেই দেখতে পাবো পাতাল রেল, সিটি রেল, মনোরেল আমাদের ঢাকা শহরেই। তাতে যানজটের অনেকটা সুরাহা হয়ে যাবে।

এখন এ দেশে কেউ না খেয়ে মরে না। মানুষের সার্বিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। এখন আর কোন অভাব নেই। মঙ্গা (আশ্বিন কার্তিকের তীব্র অভাব) এখন চেষ্টা করেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। গ্রামে গেলে দেখা যাবে ষাটের দশকের ছোট্ট শহরগুলো যেমন ছিল গ্রামের চিত্র এখন প্রায় অমনটাই। পাকা সড়ক। ঘরে বিদ্যুৎ। মধ্যম আয়ের কৃষকের বাড়িতে কেবলসংযোগসহ রঙ্গিন টেলিভিশন, ফ্রিজ। গৃহস্থঘরের ছেলেমেয়েদের কারও হাতে ল্যাপটপ, কারও হাতে ডেস্কটপ। মোবাইল স্মার্টফোন ফোন প্রায় সবার কাছে।

বলদের হালের চাষ উঠে গিয়ে এখন পাওয়ার টিলারে চাষ হয়। নিজে অথবা যৌথভাবে সক্ষম কৃষক পাওয়ার টিলার কিনে নিজেদের জমিতে হালচাষ করার পর ক্ষুদ্র কৃষকের জমিতে ভাড়ায় চাষ করে দেয়। এতে সময়ও বাঁচে, খরচও কম। সেচের ক্ষেত্রেও তাই। হালে বড় গৃহস্থরা বীজ ও চারা রোপণ করে যন্ত্রে। এই যন্ত্র ভাড়াও দেয়া হয়। ধান কাটার জন্য ভাড়ায় চালিত হারভেস্টার মাঠে গিয়ে ধান কেটে মাড়াই করে বস্তায় ভরে গৃহস্থ ও কৃষক বাড়ির আঙিনায় পৌঁছে দেয়। ভ্রাম্যমাণ হাসকিং মেশিন বাড়ির উঠোনে গিয়ে ধান ভেঙ্গে চাল করে দেয়।

সেদিনের সেই ঢেঁকি (মনে পড়লো ব্রিটিশ আমলে একজন ব্রিটিশ এক বাঙালিকে জিজ্ঞেস করেছিলো What is Dheki? বাঙালি উত্তরে বললো ঢেঁকি মিনস্ - ওয়ান উমেন ধাপুর ধুপুর টু উইমেন ক্লিয়ারিং) এখন এ্যান্টিক্সের পর্যায়ে। কৃষিপ্রধান উত্তরাঞ্চলসহ দেশের প্রতিটি জায়গায় কৃষক এখন নিজেদের গরজে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সকল ধরনের ফসল ফলাচ্ছে। গ্রামে পাকা রাস্তা হওয়ায় শহরের সঙ্গে সময়ের দূরত্ব অনেক কমেছে তো বটেই গ্রামের মধ্যেই যাতায়াত অনেক সহজ হয়ে গেছে সিএনজি চালিত অটোরিকশা আর ব্যাটারি চালিত যানবাহনে।

কৃষক তার উৎপাদিত পণ্য হাট-বাজারে বিক্রির জন্য এখন আর গরুর গাড়ি ব্যবহার করে না। টিলারের সঙ্গে ট্রলিজুড়ে পণ্য বোঝাই করে নিয়ে যায়। কৃষক এখন ফসল উৎপাদনের পাশাপশি পুকুরে মাছ চাষ, পোলট্রি ও

ডেইরি ফার্ম, হাঁস-মুরগি গরু-ছাগল পালন করছে। শাক-সবজির এখন বাম্পার ফলন। সারা বছর সব ধরনের সবজীতে ছয়লাব বাংলাদেশ। উৎপাদিত এ সব পণ্য দেশের চাহিদা মিটিয়ে রীতিমত রফতানি হচ্ছে। আমরা প্রবাসীরা মাছ শাক সবজী যা খাচ্ছি কোথা থেকে আসছে? অধিকাংশই তো আমাদের দেশের। এখন চালও উদ্বৃত্ত তাই রফতানী হচ্ছে হর-হামেশাই। কৃষকদের জন্য এখন কল সেন্টার আছে দিনভর। কৃষক নিজস্ব মোবাইল থেকে কল সেন্টারে ফোন করে জেনে নেন তাঁর প্রয়োজনীয় তথ্য।

বিশ্বাস কী করবেন কৃষকরা এখন ফসলের ক্ষেতে সোলার প্যানেল ব্যবহার করে সেচ দিচ্ছেন। ফলে বিদ্যুৎ গেলেও কোন সমস্যা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখুন তো এখন দেশে কতবার লোড শেডিং হয় আর তা কতক্ষন স্থায়ী থাকে?

বাংলাদেশের আজকাল ব্যাংক রিজার্ভই থাকে ৩ বিলিয়ন ডলার। এ দেশ পদ্মা সেতু নিজস্ব অর্থায়নে করার সাহস রাখে এখন। বাংলাদেশে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষা বিনা বেতনে তাও বই পুস্তক ফ্রি যা শিক্ষার্থীদের কাছে সরাসরি পৌঁছে দেয়া হয়।

বিজয় না হলে এই আমরাই কী আজ অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যে এভাবে কাজ করতে পারতাম? পারতাম কী আমাদের সংসার গুলোকে এভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে। দু'কোটির উপর প্রবাসী বাঙালির রেমিটেন্স গোটা দেশের অর্থনীতিতে বিপ্লব ঘটিয়েছে। যেমন বেড়েছে শিক্ষার হার তেমনি বেড়েছে প্রবাসে পড়তে আসা আমাদের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা। এই সিডনিতেই এদের সংখ্যা ২০/৩০ হাজার। চুয়াল্লিশ বছর আগে এসব ছিলো অলীক কল্পনা। আজকের (১.১২.১৪) পত্রিকায় দেখলাম বাংলাদেশের শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের মধ্যে মাত্র ৫% বেকার। অস্ট্রেলিয়ায় এখন বেকারের সংখ্যা ৬-৮%।

গার্মেন্টস শিল্প দেশে এনেছে অন্যমাত্রার বিজয়। শুধু যে অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটিয়েছে তা নয় নারীকে করেছে স্বাবলম্বী - উদ্বুদ্ধ করেছে নারীর ক্ষমতায়ন। নারীকে করেছে উপার্জনক্ষম।

দেশের প্রায় এক কোটি ৩০ লাখ প্রবীণকে সম্প্রতি 'সিনিয়র সিটিজেন' হিসেবে ঘোষণা করেছেন রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ। বিশেষ মর্যাদা পাওয়া এই সিনিয়র সিটিজেনরা নিয়মিত সরকারী ভাতাসহ সব ধরনের পরিবহনে কম ভাড়ায় যাতায়াত, হাসপাতালে সাশ্রয়ী মূল্যে আলাদা চিকিৎসাসেবা, আলাদা বাসস্থান সুবিধা পাবেন। এঁদের থাকবে আলাদা পরিচয়পত্র।

চুয়াল্লিশ বছর পর সবচে' বড় বিজয় হলো আমাদের স্বাধীনতা আর বিজয়ের সাথে যারা বেঈমানী করেছে, যারা সরাসরি বিরোধীতা করেছে সেই যুদ্ধাপরাধী কুলাঙ্গারদের বিচার হয়েছে/হচ্ছে। ১৬ ডিসেম্বরে যখন মুক্তিযুদ্ধের শহীদ এবং গাজীদের কথা অশ্রুসিক্ত নয়নে স্মরণ করবো তখন বলবো- বিজয় আমাদের হয়েছে- আমরা যুদ্ধাপরাধী বেঈমানদের বিচার করতে পেরেছি। তোমাদের রক্ত বৃথা যায়নি । বিজয়ের আশা পূরণ হয়েছে/হচ্ছে। জেগে উঠছে নতুন আধুনিক বাংলাদেশ।

কেবল কোন বিজয় হয়নি রাজনীতি অঙ্গনে। চুয়াল্লিশ বছর আগে যেমন ছিলো সেই তেমনই। গনতন্ত্র এখন নির্বাচনতন্ত্র। ফলে রাজনীতি হলো কখন নির্বাচন হবে এবং কখন ক্ষমতায় গিয়ে মিথ্যাকে সত্য আর সত্য কে মিথ্যা করবো। যারা ক্ষমতায় যেতে (তা যেভাবেই হোক) অস্থির তাদের চোখে কোন বিজয় নেই। বিজয় তখনই দেখবে যখন আবার ক্ষমতায় যাবে। তবে যাদের কাছে বিজয়ের বিজয় পৌঁছে গেছে, রাজনীতির বাইরে যে মানুষ, তাদের মুখেই এখন হাসি তাদের চোখেই এখন স্বপ্ন - কী করে আমরা উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশ হিসেবে পরিচিতি পাবো। সেদিন কিন্তু বেশী দূরে নয়।

যত দূরেই থাকি আমার দেশের বিজয় আমার বিজয়। সে বিজয়ে "উন্নত মম শির"। পাঠক, এতোসব কথা লিখতে লিখতে আমার নিজের লেখা একটা গানের কথা মনে হলো যা এ লেখার শেষে সন্নিবেশ করলাম। সদ্য প্রকাশিত

গানটিতে সুর করেছেন দেশের প্রখ্যাত সুরকার শেখ সাদী খান আর কণ্ঠ দিয়েছেন সিডনির প্রখ্যাত শিল্পী অমিয়া মতিন। গানখানি উৎসর্গ করলাম তাঁদেরকে যাঁদের জন্য এ বিজয়। জয় বাংলা। জয় হোক আমার বিজয়ের।

যতদূরে যাই না মা'গো তোমায় ছেড়ে
নয়ন সমুখে তুমি আছো দাঁড়িয়ে
সুখে দুঃখে তোমার আশীষ
আমায় রাখে বাঁচিয়ে।।

কত দেশ দেশান্তরে হেঁটেছি আমি
মুগ্ধ হয়েছি তার রূপ মাধুরীতে
তারপরও মনে হয় কী যেন নেই
মায়ের সবুজ আঁচল আমার বুকেতে।
ও আমার দেশ, ও আমার মা
তোমার তুলনা শুধু তুমি যে।।

কোথায় পাবো মাঝি মল্লার গান
আম কাঁঠালের বনে বনে পাখিদের তান।।

তোমার জন্য যারা দিয়ে গেছে প্রাণ
আমার নয়নজলে স্মরি তাদেরই নাম
আজো যারা আছে বীর ছেলে মেয়ে
গর্বভরে তাদের বন্দনা করি।
ও আমার দেশ ও আমার মা
সৌরভে গৌরবে থেকো উঁচিয়ে।।